মানবাধিকার সংগঠন

সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস এন্ড সেক্যুলারিজম (CPDRS)
এর মূল নীতি সমূহ তথা সংবিধান।

১) সংগঠনের নাম হবে "Centre for Protection of Democratic Rights and Secularism" (CPDRS)।

২) সংগঠনের রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা হবে 88B বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা–১২, পশ্চিমবঙ্গ। যোগাযোগের ঠিকানা হবে ৭৭/২, লেনিন সরণী, কলকাতা–১৩।

৩) সংগঠনের আদর্শগত ভিত্তি হবে 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', 'ন্যায়বিচার' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' *(Liberty, Equality, Justice and Secularism)*

৪) সংগঠনের প্রতীকচিহ্ন (Logo) — একটি বৃত্তের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ ভ্রাতৃত্বের ছবি, এর চারদিকে বৃত্তাকারে লেখা থাকবে সংগঠনের পুরো নাম এবং নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (CPDRS)।

৫) সংগঠনের পতাকা হবে দুধ সাদা বর্ণের আয়তাকার পতাকা।পতাকার উপরের অংশের বামদিকে খয়েরী বর্ণে থাকবে সমিতির প্রতীকচিহ্ন (Logo)। প্রতীক চিহ্নের নীচে লেখা থাকবে সমিতির আদর্শের চারটি মূল নীতি— Liberty, Equality, Justice and Secularism (স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতা)। পতাকার ডানদিকে সমিতির নামের সংক্ষিপ্ত রূপ (CPDRS) উপর থেকে নীচের দিকে এক সরলরেখায় খয়েরী বর্ণে লেখা থাকবে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ৩:২।

৬) CPDRS *(Centre for Protection of Democratic Rights and Secularism)* এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য:

- **(ক)** জাত-ধর্ম-দল-মত-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং সার্বিক ভাবে মানবাধিকার রক্ষা করাই CPDRS (Centre for Protection of Democratic Rights and Secularism) এর মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। দেশে বা বিদেশে সমাজের যে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা প্রতিষ্ঠানের গ্ণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে CPDRS প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং আক্রান্ত ও শোষিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা গণ আন্দোলনের সমর্থনে CPDRS সংহতি আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে।
- **(খ)** ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' ঘোষিত নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদগুলিতে ঘোষিত অধিকারগুলিকে এ দেশের মাটিতে বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে **CPDRS** কাজ করবে।
- **(গ)** ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত গ্ণতান্ত্রিক, নাগরিক অধিকার গুলি থেকে যাতে কোনও নাগরিক বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে CPDRS আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতীয় সংবিধানে মানুষের অধিকার খর্বকারী ধারা গুলিকে বাতিল করা এবং মানুষের জীবনের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী যে সমস্ত অধিকার এখনও সংবিধান স্বীকৃত নয় বা যথাযথ ভাবে

স্বীকৃত নয়, তাদের সংবিধানে যথাযথ ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে CPDRS জনমত সংগঠিত করবে।

- **(ঘ)** যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত ধর্মের সমান পৃষ্ঠপোষকতা বোঝায় না। যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে নাগরিকদের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। রাষ্ট্র ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় আচরণকে যেমন কোনও ভাবে উৎসাহ প্রদান করে না, তেমনি প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে না। ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না এমন জনসাধারণ—উভয়েরই সমান অধিকারের নীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্বীকার করে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সমাজের গণতন্ত্রীকরণ (সমানাধিকার প্রদানের নীতি) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করলে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, জাতিগত সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার (Secularism) নীতি যাতে পালিত হয়, সে বিষয়ে CPDRS জনমত সংগঠিত করবে।

৭) ধারা *৬য়* বর্ণিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে CPDRS এর কর্মধারার অভিমুখঃ

- **(ক)** সংগঠন (CPDRS) তার নিজস্ব মুখপত্র "পিপলস রাইটস" প্রকাশ করবে এবং বিভিন্ন পুস্তিকা, বুলেটিনে এবং জার্নালের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বিস্তার করার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।
- **(খ)** এই সংগঠন(CPDRS), ভারতীয় সংবিধান দেশের নাগরিকদের যে সমস্ত অধিকার এবং সুবিধা সুনিশ্চিত করেছে এবং সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য জনসভা, আলোচনা, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠিত করবে এবং পরিচালনা করবে।
- **(গ)** সংগঠন (CPDRS), কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের ঘোষিত যে কোনও নতুন নীতি, আইন, অধ্যাদেশ বা বিল, যা জনসাধারণের বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলিকে খর্ব করে, জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে , তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করবে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সংগঠন এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রকাশ করবে এবং আলোচনা সভা, কনভেনশন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই ধরনের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহন করবে।
- **(ঘ)** সংগঠন (CPDRS), গণতান্ত্রিক, নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বেআইনি কার্যকলাপ নিবর্তক আইন (UAPA), সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA), জাতীয় অনুসন্ধান সংস্থা আইন (NIA) সহ সমস্ত জনবিরোধী আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে দেশদ্রোহিতার ধারা-র মতো আইনের যে সব ধারা ভিন্নমতের অধিকার ও গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেগুলি বাতিলের দাবিতে জনমত গড়ে তোলার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহন করবে।
- **(ঙ)** অধিকার আন্দোলনের বিকাশের ফলে, বহু লড়াই ও জনমতের চাপে ভারতে মানবাধিকার রক্ষার আইন পাশ হয়েছে ১৯৯৩ সালে এবং এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও অনেক রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন মহিলা কমিশন, শিশু অধিকার কমিশন, অনগ্রসর জাতি কমিশন, তথ্য কমিশন ইত্যাদি অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠিত হয়েছে। এই সব কমিশন, আইন দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাগুলি মানবাধিকার রক্ষায় যে সীমিত ভূমিকা পালন করতে পারে, সংগঠন (CPDRS) সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। কোনও বিশেষ মানবাধিকার লঙ্ঘন-সংক্রান্ত বিষয়ে বা সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন

কমিশনের কাছে সংগঠন সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পরামর্শ, মতামত, সুপারিশ এবং দাবিপত্র পেশ করবে। একই সাথে এই সমস্ত কমিশন, আইন দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাগুলির সীমাবদ্ধতা ও অধিকার রক্ষায় তাদের ব্যর্থতার খতিয়ানও জনসাধারনের সামনে তুলে ধরবে।

- **(চ)** কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নতুন নতুন দমনমূলক আইন ও নীতির মাধ্যমে মানবাধিকারকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও ভিন্নমতাবলম্বী উপর নিপীড়ন, গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা এনকাউন্টারে হত্যা ও পুলিশী হেফাজতে হত্যার ঘটনা বাড়ছে। সরকারি বাহিনীর নিরাপত্তার নামে সাধারণ মানুষের উপর অবাধে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তথাকথিত উন্নয়নের নামে জীবন জীবিকা বাসস্থান থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে, CPDRS মানবাধিকার বিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী বলে মনে করে।সংগঠন এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে দোষীদের শাস্তির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলবে।
- **(ছ)** রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনায় CPDRS তথ্য অনুসন্ধানকারী দল পাঠানোর চেষ্টা করবে যারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরবেন। অনুসন্ধানকারী দলের রির্পোট মিডিয়ায়, জনসাধারণের মধ্যে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের ক্ষতিপূরণ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে।
- **(জ)** কোনো অন্যায়, অবিচার বা মানবাধিকার লঙঘনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে জনসভা, মিছিল, প্রচারাভিযান, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, গণমাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা, স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি CPDRS তার সাধ্যমতো আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও অংশ নিয়ে আইনী বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। একই সাথে আইনি ব্যবস্থাপনাগুলির সীমাবদ্ধতা ও অধিকার রক্ষায় তাদের ব্যর্থতার খতিয়ানও জনসাধারনের সামনে তুলে ধরবে।
- **(ঝ)** এই সংগঠন (CPDRS), মানবাধিকার আন্দোলন, নবজাগরণ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বড়ো মানুষদের মূল্যবান শিক্ষাগুলিকে স্মরণ করবে এবং উন্নত নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলবে।
- **(ঞ)** সমাজ অভ্যন্তরে ধর্মনিরপেক্ষ(Secular) চিন্তার প্রসারে CPDRS সভা সমিতি সংগঠিত করবে। সমস্ত প্রকার সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার দাবীতে জনমত সংগঠিত করবে।
- **(ট)** এই সংগঠন দেশে এবং বিদেশে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে চলা অপরাপর সংগঠন ও সমিতিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

৮) সদস্যঃ

- **(ক)** সাধারণ সদস্যঃ ১৮ বছরের উর্দ্ধে যে কোন ভারতীয় নাগরিক সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সাথে সহমত পোষণ করে সাংগঠনিক ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি এই সংগঠনের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- **(খ)** সাম্মানিক সদস্যঃ মানবাধিকার আন্দোলনে বিশেষ ভুমিকা প্রদানকারী কোন ব্যক্তিকে, রাজ্য কমিটির অনুমোদন ক্রমে সাম্মানিক সদস্য পদ দেওয়া যাবে। সাম্মানিক সদস্যরা রাজ্য কমিটির সভায় উপস্থিত হতে পারবেন কিন্তু তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। সাম্মানিক সদস্যদের কাছ থেকে রাজ্য কমিটির অনুমোদন ক্রমে অনুদান সংগ্রহ করা যেতে পারে।

- **(গ)** উপদেষ্টাঃ মানবাধিকার আন্দোলনে বিশেষ ভুমিকা প্রদানকারী ব্যক্তিত্বদের রাজ্য সম্মেলন থেকে সংগঠনের উপদেষ্টা নির্বাচিত করা হবে। উপদেষ্টারা সংগঠনের আশু ও ভবিষ্যত লক্ষ্য পূরণে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে পারেন। উপদেষ্টাদের সদস্য পদ বাবদ কোন চাঁদা দিতে হবে না। তারা সংগঠনের যে কোন সভায় উপস্থিত হতে পারবেন কিন্তু কোন ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৯) সাধারণ সদস্য পদ পাওয়ার শর্ত ও নিয়মাবলীঃ

- **(ক)** *৮(ক)* ধারায় উল্লেখিত যে কোন ভারতীয় নাগরিক সংগঠনের সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তার সদস্যপদ গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে গৃহীত হবে।
- **(খ)** রাজ্য কমিটি নির্ধারিত সদস্য চাঁদা সদস্য পদ আবেদন/ পুনঃনবীকরনের সাথে জমা দিতে হবে।

১০) সাধারণ সদস্যদের অধিকারঃ

- (ক) জাত-ধর্ম-দল-মত-লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে সাংগঠনিক বৈষম্য থাকবে না। সমস্ত সদস্যদের মত প্রকাশের সমানাধিকার থাকবে।
- (খ) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমিতির বিভিন্ন স্তরের সভায় উপস্থিত থাকা, স্থানীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও রাজ্য কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি পদে নির্বাচন করা বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার।
- (গ) সংগঠনের আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করার অধিকার।

১১) সাধারণ সদস্যদের কর্তব্যঃ

- (ক) সদস্যপদ চাঁদা বকেয়া না মিটিয়ে কোনো সদস্য সভায় বা নির্বাচনে ভোটদান করতে পারবেন না।
- (খ) সংগঠনের বিধি নিষেধ মেনে চলা প্রত্যেক সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য।

১২) সদস্য পদ খারিজঃ

- **(ক)** মৌখিক বা লিখিত ভাবে সংগঠনের নীতি ও আদর্শ বিরোধী প্রচার করলে এবং সংগঠনের স্বাভাবিক কর্ম প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্য পদ বাতিল হবে।
- **(খ)** ৬ মাসের মধ্যে সদস্য পদ পুনঃনবীকরন না করলে সদস্য পদ বাতিল হবে।
- **(গ)** সদস্যের মৃত্যু বা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সদস্য পদ বাতিল হবে।

১৩) সংগঠনের প্রশাসনিক কাঠামোঃ

রাজ্য উপদেষ্টামন্ডলী

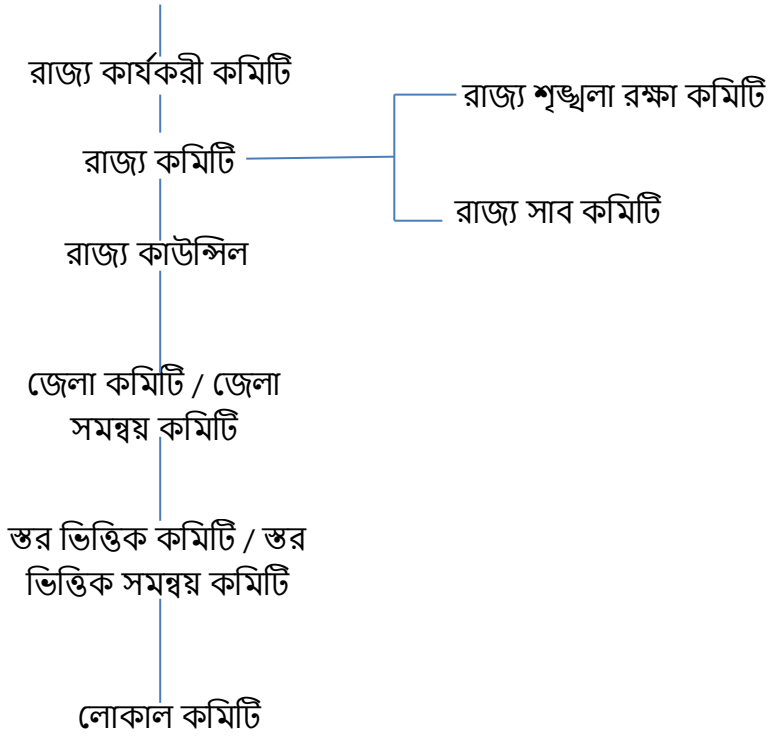

১৪) রাজ্য কার্যকরী কমিটি :

প্রতি দুই বছর অন্তর রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচিত নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের সমন্বয়ে রাজ্য কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে।

রাজ্য কার্যকরী কমিটির পদাধিকারীগণ হলেন—

- সভাপতি
- কার্যকরী সভাপতি
- সহ-সভাপতি/গণ
- সম্পাদক
- সহ-সম্পাদক/গণ
- কোষাধ্যক্ষ
- অফিস সম্পাদক
- মুখপাত্র সম্পাদক
- কার্যকরী সদস্যবৃন্দ

১৫) রাজ্য কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সংগঠনের সাংগঠনিক বিষয় এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব রাজ্য কার্যকরী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।এই কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়বে—

- সংগঠনের মূল নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা।

- সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় পরিচালনা করা।
- সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন।
- নতুন সদস্য পদের অনুমোদন দেওয়া।
- সদস্য পদ বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির পেশ করা রির্পোট পর্যালোচনা করা।
- প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা, তাদের কার্য প্রণালী নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করা।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটির প্রতিটি সদস্যকে রাজ্য কমিটি নির্ধারিত মাসিক চাঁদা জমা দিতে হবে।
- রাজ্য কমিটির কাছে সাংগঠনিক অগ্রগতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা।
- রাজ্য কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে কিন্তু তা পরবর্তী রাজ্য কমিটিতে অনুমোদন না করালে বাতিল বলে গন্য হবে।
- পরর্বতী রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করা।

১৬) পদাধিকারীদের দায়িত্বঃ

সভাপতির দায়িত্ব :

- সভাপতি রাজ্য কার্যকরী কমিটি এবং রাজ্য কমিটির সমস্ত মিটিং-এ সভাপতিত্ব করবেন।
- রাজ্যের মিটিং এবং রাজ্য সম্মেলনের কার্য বিবরণী নির্দিষ্ট নিয়মে সংরক্ষিত করবেন।
- সাধারণভাবে তাঁর নিজের ভোট ছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে (উভয়পক্ষে সমান ভোট পড়লে) কাস্টিং ভোট দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।
- সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতি এবং কার্যকরী কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বহিস্কার, অপসারণ সহ সমস্ত রকমের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
- সংগঠনের বিধি নিয়ম ব্যাখ্যা করবেন এবং কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি করবেন।
- জরুরি প্রয়োজনে রাজ্য সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন।

কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব :

- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- রাজ্য কমিটির সমস্ত সাব-কমিটিতে তদারকি সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
- রাজ্য, জেলার যে কোন সভায় তদারকি সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

সহ-সভাপতির দায়িত্ব :

- সভাপতি, কার্যকরী সভাপতির অনুপস্থিতিতে কিংবা সভাপতি দায়িত্ব অর্পণ করলে সহ-সভাপতিদের মধ্যে যিনি বা যাঁরা সেই দায়িত্ব পাবেন, তিনি বা তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করবেন।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটি সহ-সভাপতিদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করতে পারে।

সম্পাদকের দায়িত্ব:

- সমস্ত বিষয়ে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটি / রাজ্য কমিটি// রাজ্য কাউন্সিলের সমস্ত মিটিং আহ্বান করবেন।
- রাজ্য কমিটির দ্বারা গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটি / রাজ্য কমিটি/ রাজ্য কাউন্সিলের মিটিং-এর যাবতীয় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে রাখবেন।
- সার্কুলার এবং নোটিস ইস্যু করবেন।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটি / রাজ্য কমিটি/ রাজ্য কাউন্সিলের মিটিং -এ উপস্থিতির রেজিস্টার মেইনটেন করবেন।
- সমস্ত প্রকার বিল (পেমেন্ট সংক্রান্ত কাগজে) স্বাক্ষর করবেন এবং সে অর্থ প্রদান নিশ্চিত করবেন।
- কার্যকরী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষর সঙ্গে যৌথভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন।
- সংগঠনের কার্যকলাপের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং সেই রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রাজ্য সম্মেলনে পেশ করবেন।
- রাজ্য, জেলার যে কোন সভায় তদারকি সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন।
- বিশেষ কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে, যখন রাজ্য কমিটির মিটিং করা সম্ভব নয়, সভাপতি এবং কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
- রাজ্য কমিটির সমস্ত সাব-কমিটিতে তদারকি সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব :

- সহ-সম্পাদকগণ যাবতীয় কাজে সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।
- সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব বহন করবেন রাজ্য কমিটির দ্বারা স্বীকৃত একজন সহ-সম্পাদক।

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব:

- সমস্ত প্রকার সাবস্ক্রিপশন, ডোনেশন গ্রহণ করা এবং তৎসংক্রান্ত রসিদ দেওয়া।
- সমিতির যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত হিসাবের খাতা, ভাউচার এবং রসিদ সঠিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ক্যাশ বুক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় হিসাব রাখা।
- সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে যৌথভাবে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা।
- পেমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় বিল-এর পে-অর্ডারে স্বাক্ষর করা।
- সমিতির আর্থিক লেনদেনের হিসাব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।
- কার্যকরী সভাপতি, সম্পাদক এবং ফাইন্যান্স কমিটির পরামর্শ নিয়ে খসড়া বাজেট প্রস্তুত করে কার্যকরী কমিটি ও রাজ্য কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করা।

অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব :

- কার্যকরী সভাপতি ও সম্পাদকের প্রাত্যহিক কাজে সহায়তা প্রদান এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় খাতাপত্র ও ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা সহ সামগ্রিকভাবে অফিস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা।
- সমস্ত মিটিং-এর মিনিট বুক রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- সাংগঠনিক ওয়েবসাইটের তত্ত্বাবধান করা।
- সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে সর্বদা সমস্ত প্রকার উপায়ে যোগাযোগ বজায় রাখা।
- সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনার বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা এবং তার হিসাব রাখা।

মুখপাত্র সম্পাদকের দায়িত্ব:

- কার্যকরী সভাপতি ও সম্পাদকের সাহায্য নিয়ে রাজ্য কমিটির মুখপত্র এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির অনুমোদিত অন্য কোনো পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করা।

১৭) রাজ্য কমিটিঃ

প্রতি দুই বছর অন্তর রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি জেলা কমিটি / জেলা অ্যাড-হক কমিটি থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবেন। রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল যোগ্যতা হবে মানবাধিকার রক্ষার ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের অংশগ্রহণ এবং কর্মসম্পাদনের সক্রিয়তা।

১৮) রাজ্য কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

রাজ্য কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার ক্ষমতা রাজ্য কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়বে—

- রাজ্য কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সংগঠনের কর্মসূচি পর্যালোচনা করা।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটি কর্তৃক পেশ করা আয়-ব্যয়ের হিসাবের অনুমোদন দেওয়া।
- বিভিন্ন সাব-কমিটির কাজ পর্যালোচনা করা।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটিকে সাংগঠনিক অগ্রগতির স্বার্থে পরামর্শ প্রদান।
- রাজ্য কমিটির প্রতিটি সদস্যকে রাজ্য কমিটি নির্ধারিত মাসিক চাঁদা জমা দিতে হবে।

১৯) রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি

রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী প্রথম রাজ্য কমিটির মিটিং-এ, রাজ্য কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি নাম পেশ করে তা চূড়ান্ত করতে হবে। রাজ্য কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকেই এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত করতে হবে।

সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য যথাযথ নোটিশ দিয়ে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার অধিকার, সেই সদস্য যে স্তরের কমিটির সাথে যুক্ত, সেই কমিটির থাকবে।

যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে, তিনি সরাসরি রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কাছে, সেই সুপারিশের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি দ্রুত অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে তাদের মতামত রাজ্য কার্যকরী কমিটির কাছে জমা দেবেন।

২০) রাজ্য সাব কমিটি

রাজ্য কার্যকরী কমিটি প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন সাব-কমিটি (ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং সাব কমিটি, পাবলিকেশন সাব কমিটি, সোস্যাল মিডিয়া সাব কমিটি ইত্যাদি) গঠন এবং তাদের কার্য প্রণালী নির্ধারণ করতে পারবে। এই সাব কমিটি গুলি গঠন পরবর্তী রাজ্য কমিটির মিটিং-এ সে গুলিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

২১) রাজ্য কাউন্সিলঃ

প্রতি দুই বছর অন্তর রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। সাংগঠনিক ভাবে সক্রিয় প্রতিটি জেলা থেকে রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করতে হবে। কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল যোগ্যতা হবে মানবাধিকার রক্ষার ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের অংশগ্রহণ।

২২) রাজ্য কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

রাজ্য কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাজ্য জুড়ে প্রয়োগের ক্ষেত্র রাজ্য কাউন্সিলকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকরতে হবে।

- রাজ্য কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রচার এবং প্রয়োগের পরিকল্পনা।
- রাজ্য কার্যকরী কমিটিকে সাংগঠনিক অগ্রগতির স্বার্থে পরামর্শ প্রদান।
- রাজ্য কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যকে রাজ্য কমিটি নির্ধারিত মাসিক চাঁদা জমা দিতে হবে।

২৩) জেলা কমিটি/ জেলা সমন্বয় কমিটি:

জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। জেলা সম্মেলন না হলে রাজ্য কার্যকরী কমিটি মনোনীত সদস্যদের নিয়ে জেলা সমন্বয় কমিটি গঠন করা যাবে। জেলা কমিটির গঠন ও কার্যবিধি রাজ্য কার্যকরী কমিটির পরামর্শ নিয়ে ঠিক করতে হবে। জেলার সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে কিন্তু সার্বিক ভাবে, রাজ্য কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত-ই সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৪) জেলা কমিটি/ জেলা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- জেলায় সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় পরিচালনা করা।
- জেলায় সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন।
- জেলা স্তরে নতুন সদস্য পদের/ রিনিউয়ালের অনুমোদন দেওয়া।
- সদস্য পদ বাতিলের সুপারিশ রাজ্য কার্যকরী কমিটির কাছে পাঠাতে পারবেন।

- জেলা স্তরে প্রয়োজন ভিত্তিক বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা, তাদের কার্য প্রণালী নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করা।
- রাজ্য কমিটির কাছে সাংগঠনিক অগ্রগতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা।
- পরর্বতী জেলা সম্মেলন সংগঠিত করা।

২৫) স্তর ভিত্তিক কমিটি / স্তর ভিত্তিক সমন্বয় কমিটি

আঞ্চলিক সম্মেলনের মাধ্যমে স্তর ভিত্তিক কমিটি গঠন করা যাবে। সম্মেলন না হলে জেলা কমিটি মনোনীত সদস্যদের নিয়ে স্তর ভিত্তিক সমন্বয় কমিটি কমিটি গঠন করা যাবে। জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে এই কমিটিগুলের কার্যবিধি ঠিক করতে হবে।

২৬) লোকাল কমিটি

লোকাল কমিটিও স্তর ভিত্তিক কমিটির মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করে গঠিত হবে। সমস্ত লোকাল কমিটি জেলা কমিটি/ স্তর ভিত্তিক কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২৭) কমিটিগুলির কর্মসূচি

জেলা, স্তর এবং লোকাল কমিটি গুলি সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রচার এবং আন্দোলন সংগঠিত করবে।

২৮) সংগঠনের তহবিল এবং সম্পত্তি

- সদস্যপদ বাবদ প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদার ৬০% রাজ্য কমিটির তহবিলে এবং ৪০% জেলা কমিটির তহবিলে জমা হবে।
- রাজ্য কমিটি প্রতি মাসে জেলা কমিটিগুলোর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে। এই অর্থের পরিমাণ জেলা কমিটি এবং রাজ্য কমিটির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগঠনের প্রয়োজনে ডোনেশন নেওয়া যেতে পারে।
- সংগঠনের প্রতিটি স্তরে আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে।
- পত্র-পত্রিকা বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত অর্থ এবং বিজ্ঞাপন বাবদ অর্জিত অর্থ সংগঠনের তহবিলে জমা হবে।
- সংগঠনের প্রয়োজনে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- কেন্দ্রীয় তহবিলের সমস্ত অর্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকবে এবং কার্যকরী সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—এই তিন পদাধিকারীর মধ্যে যে কোনো দু'জন যৌথভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। তবে সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতীত কোনো টাকা তোলা যাবে না। তবে সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকরী কমিটির দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই কাজ করতে পারবেন।
- প্রতি বছর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ সংগঠনের সামগ্রিক হিসাব আইনানুগ পদ্ধতিতে অডিট করিয়ে নিতে হবে এবং এজন্য কার্যকরী কমিটি একজন স্বীকৃত অডিটর নিয়োগ করবে।

তিনি কোনো কমিটির সদস্য হবেন না। এর পাশাপাশি কার্যকরী কমিটি অডিটের জন্য একজন অভ্যন্তরীণ অডিটর নিয়োগ করবেন।

২৯) হিসাব সংক্রান্ত নথি

- হিসাবের খাতা এবং অন্যান্য সমস্ত নথি রেজিস্টার্ড অফিসে থাকবে এবং কোনো সদস্য যদি কার্যকরী কমিটির কাছে লিখিত অনুরোধ জানিয়ে হিসাব পরীক্ষা করতে চান, তাহলে কার্যকরী কমিটির দ্বারা নির্ধারিত দিনে হিসাব পরীক্ষা করা যাবে।

৩০) আর্থিক হিসাব বর্ষ

- যে কোনো বছরের এপ্রিলের প্রথম দিন থেকে পরবর্তী বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

৩১) সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা

- দুটি সম্মেলনের অন্তর্বর্তী বছরের অর্থবছর শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে রাজ্য সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ডাকবেন।
- বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান, তারিখ এবং সময় জানিয়ে অন্ততঃ ১৪ (চোদ্দ) দিন আগে নোটিস দিতে হবে।
- বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচি—
    - রাজ্য সম্পাদকের তরফে বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার যাবতীয় আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ পেশ করবেন। যদি কোনো বিশেষ সাধারণ সভা হয়ে থাকে, তার বিবরণ পেশ করবেন।
    - সংগঠনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিগত বছরের রিপোর্ট (প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ) গ্রহণ করা।
    - বিগত বছরের অডিট করা হিসাব পেশ করানো।
    - অডিটর নিয়োগ করা।
    - কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোনো আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আলোচনা করা।
    - বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটি দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচনা করা।
    - বিভিন্ন কমিটির দ্বারা উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টসমূহ বিবেচনা করা।
    - সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী বছরের কর্মসূচি গ্রহণ করা।
    - কার্যকরী কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রাজ্য সম্পাদক অতিরিক্ত বিষয় আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

- সদস্যদের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ প্রস্তাব, যা বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য রাখা হবে, অন্ততঃ সভার তিন সপ্তাহ আগে রাজ্য সম্পাদকের হাতে পৌঁছাতে হবে।
- সমস্ত প্রস্তাব সহ চূড়ান্ত আলোচ্যসূচি সাধারণ সভার এক সপ্তাহ আগে প্রকাশ করতে হবে।
- সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সম্পাদক হিসেবে কাজ পরিচালনা করবেন।

৩২) প্রতিনিধি নির্বাচন

প্রত্যেক সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হতে পারবেন। জেলার সদস্যরা তাদের জেলার সম্মেলনের প্রতিনিধি হতে পারবেন।

৩৩) মিটিং পরিচালনাঃ

- প্রতিটি স্তরের সভায় কোরামের জন্য ১/৪ ভাগ প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কোরামের অভাবে সভা নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে , সম্পাদক/কার্যকরী সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সেই সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে।
- প্রতিটি স্তরের সভা নূন্যতম সাত দিনের নোটিশে ডাকতে হবে। একমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতির সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে স্বল্প নোটিশে কার্যকরী সমিতির মিটিং ডাকতে পারবেন।

৩৪) স্মারকপত্র (Memorandum) ও বিধিনিয়মের পরিবর্তন:

- সংগঠনের প্রসার ও পরিচালনার স্বার্থে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন অনুযায়ী, সংগঠনের সংবিধান, স্মারকপত্র ও বিধিনিয়মের পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্ধন অথবা বাতিল/রদবদল হতে পারে।
- এক্ষেত্রে পরিবর্তন বা সংশোধন বা পরিবর্ধন বা সংযোজন বা বাতিলের জন্য আগ্রহী সদস্য/সদস্যগণ কার্যকরী কমিটিকে নোটিশ দেবেন
- কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে।
- বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা রাজ্য সম্মেলনে ভোট গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই ধরনের পরিবর্তন গৃহীত হতে পারে।

৩৫) মোকদ্দমা এবং আইনি প্রক্রিয়া:

সংগঠনের তরফে বা সংগঠনের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা এবং আইনি প্রক্রিয়া সভাপতি ও সম্পাদকের নামে হবে অথবা কার্যকরী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির নামে হবে।

৩৬) সংগঠনের অস্তিত্ব বিলোপ:

- যদি কখনো সংগঠনের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ সদস্য একমত প্রকাশ করেন যে এই সংগঠনের অস্তিত্বের আর কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ২৪ এবং ২৭ নং ধারা মোতাবেক সংগঠন/সমিতির অস্তিত্ব বিলোপ করা যাবে।
- সেক্ষেত্রে সমিতির তহবিল এবং সম্পদের বিতরণ কীভাবে হবে সেই প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে নিতে হবে।